যুগান্তর

তারিখ ... 18 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... 2 ...

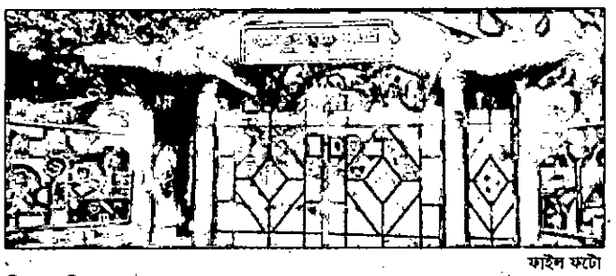

ফাইল ফটো

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

ভিকারুননিসায় ৫০ কোটি টাকা লোপাট

মুসতাক আহমদ

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের ৫০ কোটি টাকা হরিলুট হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাসহ ছাত্রী বেতন, বিভিন্ন ধরনের ফি, স্কুলের স্থায়ী আমানত, শিক্ষক কল্যাণ তহবিল, বাড়ি-বাস ভাড়া, কেনাকাটা, ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজের টাকা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সাবেক এক অধ্যক্ষ এবং সভাপতিসহ তৃতীয় শ্রেণীর একজন কর্মচারী ও বিভিন্ন সময়ে থাকা গভর্নিং বডির সদস্য, কয়েকজন শিক্ষক এ অর্থ হরিলুট ও আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত। এসব ঘটনায়

লোপাট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

লোপাট : টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযুক্ত হিসেবে প্রাথমিকভাবে স্কুলের প্রধান হিসাবরক্ষক মাহমুদা বেগমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া গভর্নিং বডি থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে নাজমুস সাকিব নামে একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে। সভাপতি ও অধ্যক্ষরা ইতিমধ্যে সাবেক হয়ে গেছেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। এ নিয়েই স্কুলে বর্তমানে ব্যস্ততা চলছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যাতে বেশিদূর আগানো না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশ না করে একজন সিনিয়র শিক্ষিকা এ ঘটনাকে 'সাগরচুরি' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, সরকারি অডিট দলের চিহ্নিত খাতের বাইরে অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তিসহ অজ্ঞাত এবং নাম না জানা আরও অনেকভাবে এ সিন্ডিকেট অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন নিরীক্ষা অধিদফতর, স্কুল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, শুধু অর্থ আত্মসাৎই নয়, ভবন নির্মাণের দরপত্র আহ্বান-গ্রহণ-খোলা, স্কুল ড্রেস ও টিফিন, অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের অবৈধভাবে বেতনের সরকারি অংশ ভোগসহ আট ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। এছাড়া সরকারের দানের (স্কুলের) জমি আরেকজনকে লিখে দেয়ার মতো ঘটনা নজিরবিহীন ও বেআইনি ঘটনা তো রয়েছেই। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার বেগম যুগান্তরকে জানান, ভিকারুননিসার দুঃখই হচ্ছে এ অনিয়ম-দুর্নীতি।

ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজ রাজধানীর বেইলি রোডে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির এছাড়া ধানমণ্ডি, আজিমপুর এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় তিনটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে বেইলি রোড এবং আজিমপুর শাখার জমি সরকারি অনুদানের। ধানমণ্ডি শাখা ভাড়ায় চলছে ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার জমি নিজস্ব অর্থে কেনা। এ প্রতিষ্ঠানে কন্যাকে পড়িয়ে অভিভাবকরা হন গর্বিত। যে কারণে লাখ লাখ টাকা উৎকোচ বা ডোনেশন দেয়াসহ যে কোন উপায়ে সন্তানকে ভর্তি করাতে পিছপা হন না বাবা-মায়েরা। স্কুলের অধিকসংখ্যক ছাত্রী ও তাদের উচ্চ টিউশন ফি বাবদ মোটা অংকের আয়ই স্কুলের দুঃখ ও সব দুর্নীতির কেন্দ্র হিসেবে দেখা দিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়। মোট তিনটি ধাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও অডিট অধিদফতর (ডিআইএ) তদন্ত করে। এ তদন্ত ২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর শুরু হয়ে ২৯ নভেম্বর শেষ হয়। ডিআইএ'র পরিচালক অধ্যাপক আকবর আলী খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের টিম ওই তদন্ত শেষে ৭৬ পৃষ্ঠার বিশাল রিপোর্ট দাখিল করে মন্ত্রণালয়ে। তদন্ত টিম মোট নয় বছরের বিষয়াদি (১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭

প্রায় ৯ লাখ টাকা বেতন গ্রহণের নজির র
শিক্ষক না হয়েও প্রধান হিসাবরক্ষক নি
ক্লাসভাতা। একই ক্রমিকের ৫শ' ভর্তি
পৃথক দিনে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ
হয়েছে। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ জমাকৃত
২ কোটি টাকার সিটিআর পাওয়া য
আসবাবপত্র কেনার ৮৪ লাখ ৬শ' টাকার
মজুদ হিসাব নেই। অথচ টাকা ব্যয় দে
হয়েছে। আর্থিক বিধিবহির্ভূতভাবে কম্পি
ক্রয় করা হয়। ভালো ১৯টি কম্পিউট
অকেজো ঘোষণা করে এবং ৫৬টি সিলিং
নিলামের নামে আত্মসাৎ করা হয়েছে।
বিধি লংঘন করে ব্যাংক ভবন সম্প্রসারণ
আড়াই লাখ টাকা ব্যয় করা হ
কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ কেনার নামে ব্যয়
প্রায় ৮০ হাজার টাকার হিসাব নেই।

উকিল ফি বাবদ ১ লাখ ১০ হাজার
ভাউচার নেই। আবার মামলা সংক্রান্ত
অগ্রিম ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় ধা
ভাউচার নেই। বিদ্যালয় ও কলেজ আ
বসবাসকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ
ভাড়া আদায় করা হয়নি। চার্জ অ্যালাউন্স
কর্মচারীদের ৫ বছরে অবৈধভাবে ২১ ল
হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। গাড়ির জ্বালা
যন্ত্রাংশ বাবদ পৌনে ৫ লাখ টাকা অনি
ব্যয় হয়েছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ ১০
টাকা ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে
কেনার নামে পৌনে ১২ লাখ টাকা ব্যয়
বইয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। স্কুলের
ঋণগ্রহণ ও প্রদানের ৯১ লাখ টাকার
অনিয়ম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ বাব
আর্থিক অনিয়ম হয়েছে সেখানে ভ্যাট
কেটে রাখা ৩১ লাখ টাকা সরকারি কোষ
জমা পড়েনি। গ্রাচ্যুইটি ও কল্যাণ তহবিল
একই সুবিধা দু'জায়গায় গ্রহণ করে পৌ
কোটি টাকা নিয়েছেন শিক্ষকরা। রিক
গাড়ি ক্রয়ে মোট পৌনে ২ লাখ টাকা
কোন হদিস নেই। এভাবে ম্যুরাল তৈরি
লাখ টাকা, ব্যয় প্রশ্নসাপেক্ষ। ১৯৯৮-৯৯
১৯৯৯-২০০০ সালের ব্যয়িত ৫৫ লাখ
ভাউচার নেই।

প্রতিষ্ঠানের অর্থ সবচেয়ে বেশি হরিলুট হ
২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইস্যু
ডিএনএস (স্কুলের) তহবিলের ৬ কোটি
টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ভিকারুননিসা
বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হ
বর্তমানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব
অথচ টাকাটা আজ পর্যন্ত অনাদায়ী রয়ে
আর এ টাকা দেয়ার কারণে স্কুলের এ
আরও ৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা আর্থিক
হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার জন্য
বিভিন্ন এফডিআর (মেয়াদপূর্তির
বিধিবহির্ভূতভাবে ভাঙানো হয়। এর ফলে
লাখ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে আনুষঙ্গিক ব্যয়
পৌনে ৬ লাখ টাকা, গাড়ির জ্বালানি
আড়াই লাখ, ভবন ব্যবহার বাবদ ২ লা
হাজার, স্কুলের ১১ জন কর্মচারী বিশ্ববিদ
কাজ করা সত্ত্বেও বেতন হিসেবে পৌনে ২
টাকা গ্রহণ এবং সর্বোপরি স্কুলের ৩.৩০
ভূমি (সরকারি অনুদানের জমি) তৎ
অধ্যক্ষ মাত্র ১৬ লাখ টাকায় তৎকালীন
সাংসদ ও স্কুলের সভাপতি ডা. এইচ
ইকবালের নামে লিখে দেন। এভাবে
অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা হয়েছে।
মোট পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা বলে
অডিট দলের একজন সিনিয়র সদস্য।

স্কুলের মূল প্রভাতী শাখার সহকারী
শিক্ষক শামীম জাহানের সঙ্গে এ ব্য
যোগাযোগ করলে যুগান্তরকে জানান, স
অডিট দল এসে গোটা দুর্নীতি উদ্ধার ক
তাদের কাছেই 'শিক্ষকরা তাদের প্রভি
ফান্ডের টাকা নেই বলে জেনেছেন। ব্যা
টাকা না পেয়ে গোটা বিষয়ে এখন খোঁ
রাখছেন তারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তার
কথা বলার সময় প্রায় ২৫ জন শিক্ষক
প্রতিনিধিকে ঘিরে ধরেন। তারা ব
ভিকারুননিসার মানসম্মান ও ভাবমর্যাদা
দুর্নীতি ও অনিয়ম নষ্ট করছে। একটি
প্রধান জানান, স্কুলের গভর্নিং বডিই
সমস্যা। লাখ নয়, কোটি টাকা ব্যয়
অনেকে সদস্য নির্বাচিত হন। তার প্রশ্ন,
কি স্বার্থ আছে? এ ব্যাপারে সরক
নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত চান ওই শিক্ষি
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার
বলেন, এসবই ভিকারুননিসার দুঃখ। শি
শিক্ষিকাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের গরমিল চি
করার জন্য বলা হয়েছে। তাকে প্রাণ